ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উপজেলা নারী নির্বাহী কর্মকর্তার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

সার-সংক্ষেপ

৪ নভেম্বর ২০২১

স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উপজেলা নারী নির্বাহী কর্মকর্তার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা- নির্বাহী ব্যাবস্থাপনা, টিআইবি*
মোহাম্মাদ রফিকুল হাসান, *পরিচালক, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা তত্ত্বাবধান

শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি (প্রাক্তন)*

গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

নাহিদ শারমীন
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি (প্রাক্তন)

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা

এরিয়া ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত সকল কর্মকর্তাবৃন্দ

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

উপজেলা নারী নির্বাহী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যদাতা যারা তাদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায় টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগ, সিভিক এনগেজমেন্ট এবং আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগসহ বিভিন্ন ইউনিটের সহকর্মী যারা তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রতিবেদন প্রকাশ: ৪ নভেম্বর ২০২১

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: +৮৮ ০২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
www.ti-bangladesh.org

স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উপজেলা নারী নির্বাহী কর্মকর্তার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

সার-সংক্ষেপ

১.১ ভূমিকা

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উপজেলার প্রধান নির্বাহী হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ইউএনও বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের পদমর্যাদা ক্রমানুসারে সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার একটি পদ। ১৯৮২ সালে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসকরণের লক্ষ্যে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি (CARR- Committee for Administrative Reorganization/ Reform) গঠিত হয়। এই কমিটি বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসনের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান, এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য থানা পরিষদ গঠনের সুপারিশ করে (রহমান, ১৯৮৮)। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী থানা নির্বাহী কর্মকর্তা পদটির প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে উন্নীত থানার নামকরণ করা হয় উপজেলা (সংবাদ, ১৯৮৩) এবং সে অনুসারে থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নামকরণ করা হয়। উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবার পূর্ব পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা সরকার মনোনীত কোনো কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলে ইউএনও সর্বক্ষেত্রে চেয়ারম্যানকে সহযোগিতা এবং তার পরামর্শ অনুসারে কাজ করবেন।

১.২ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রধান দায়িত্বাবলী

উপজেলা প্রশাসনের প্রধান হিসেবে উপজেলা পরিষদ অর্থাৎ স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম অবহিত করা ইউএনও'র মূল দায়িত্ব। উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল ২০১৩ অনুযায়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রধান দায়িত্বাবলী নিম্নে দেওয়া হলো। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কার্যাবলী চারভাগে ভাগ করা হয়েছে (বিস্তারিত গবেষণার ফলাফল অংশে দেওয়া হয়েছে)।

- উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগে সহায়তা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।
- উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন। দাপ্তরিক দায়িত্ব হিসেবে পরিষদের সভায় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন, তবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।
- উপজেলা পরিষদের সভায় গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত সরকারের কাছে প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করবেন। এছাড়া কোনো অস্বাভাবিক বিষয়/পরিস্থিতি গোচরীভূত হলে স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করবেন।
- উপজেলা পরিষদে ন্যস্তকৃত কর্মকর্তাদের কার্যাদি সম্পাদনে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবেন।
- উপজেলা পর্যায়ের সকল উন্নয়নমূলক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী তদারকিতে চেয়ারম্যানকে সহায়তা করবেন এবং সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে পরিষদকে সহায়তা করবেন।
- পরিষদের তহবিল পরিচালনায় আর্থিক বিধিবিধানের আলোকে ব্যয়ের যথার্থতা যাচাই করবেন এবং উপজেলা পরিষদের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদনে পরিষদকে সহায়তা করবেন। বাজেট অনুমোদনের পর তিনি স্থানীয় উন্নয়নমূলক ও প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা নিবেন এবং পরিষদকে উন্নয়নমূলক ও অনুন্নয়নমূলক ব্যয় অনুমোদনে পরামর্শ প্রদান করবেন। উপজেলায় সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ সরকারের উন্নয়ন তহবিল হতে ছাড় করার ব্যাপারে পরিষদকে সহায়তা করবেন।
- পরিষদের নির্দেশনার আলোকে প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে খাদ্যসহ ত্রাণসামগ্রী গ্রহণ ও বিতরণের দায়িত্ব পালন করবেন।
- সরকারি নির্দেশনার প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন।

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা

সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রীয় জীবনে নারী ও পুরষের সমতার নীতির স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ২৯ এ চাকরিতে নারী পুরষের সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করে, যার অন্যতম লক্ষ্য নারীর অধিকার চর্চা ও যথাযথ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করার জন্য ১৯৮৪ সালে UN Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women-CEDAW অনুমোদন করে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ৮টি লক্ষ্যকে অধিকতর সমন্বিত লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ৮টি লক্ষ্যের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৫ নারীর অধিকার ও লিঙ্গসমতা সম্পর্কিত। এছাড়া বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে নারী জনপ্রতিনিধিরা কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন, যা নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।

উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়ে অধিকতর গবেষণা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট গবেষণার স্বল্পতা রয়েছে। বাংলাদেশের প্রশাসনে পিতৃতান্ত্রিকতার প্রভাবে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় কিনা তা জানার জন্য গবেষণার প্রয়োজন।

টিআইবি ২০১৮ সাল থেকে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের জন্য "এসডিজি, সুশাসন এবং নারী" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যক্রম পরিচালানায় চ্যালেঞ্জ তুলে ধরার জন্য গবেষণাটি করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য ও আওতা

স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে গবেষণার উদ্দেশ্য। এই গবেষণায় উপজেলা পরিষদে সাচিবিক সহায়তা প্রদান, উপজেলা চেয়ারম্যানকে সহায়তা প্রদান, উপজেলা পরিষদসহ অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় সাধন এবং উপজেলা প্রশাসনের সরকারি নির্দেশনাবলী পালনে সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.৬ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত ও পরিমাণগত উভয় গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য KOBO TOOL ব্যবহার করা হয়। জুন ২০২০ এর তথ্য অনুযায়ী ৪৮৫টি উপজেলার মধ্যে ১৪৯টি উপজেলায় নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্মরত ছিলেন। কর্মরত সকল নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জরিপের জন্য প্রশ্নত্র ই-মেইলে পাঠানো হয়। তার মধ্যে ৪৫ জন নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জরিপে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ৪৫ জন নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে গবেষণার নমুনা হিসেবে বিবেচনা করে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

জরিপের গুণগত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপজেলা পর্যায়ে অন্যান্য সরকারি অফিসের কর্মকর্তা, প্রশাসন ক্যাডারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সরাসরি সাক্ষাৎকার প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে নেওয়া হয়। গবেষণায় পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে আইন, বিধিমালা, ম্যানুয়াল, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, বই, প্রবন্ধ, অনলাইন ও প্রিন্ট সংবাদপত্র, সরকারি বিভিন্ন ওয়েবসাইটের সাহায্য নেওয়া হয়।

উক্ত গবেষণার মাঠ পর্যায়ের তথ্য ২০২০ সালের এর জুন থেকে ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩. গবেষণার ফলাফল

উপজেলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে উপজেলা পরিষদে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই গবেষণায় উপজেলা পরিষদে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের কার্যক্রমকে চারভাগে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে - উপজেলা পরিষদে সাচিবিক সহায়তা প্রদান, উপজেলা চেয়ারম্যানকে সহায়তা প্রদান, উপজেলা পরিষদসহ অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় সাধন, এবং উপজেলা প্রশাসনের সরকারি নির্দেশনাবলী পালনে সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৩.১ উপজেলা পরিষদে সাচিবিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

উপজেলা পরিষদে সাচিবিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারী ইউএনও'রা অবৈধ আর্থিক সুবিধা অনুমোদন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। এ ধরনের অবৈধ আর্থিক সুবিধা অনুমোদন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ প্রধানত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় রাজনীতিবিদদের নিকট থেকে আসে। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৩৪.৩% ইউএনও জানিয়েছেন, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে অনিয়ম করার জন্য চাপ তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। এ ধরনের চাপ প্রয়োগের ফলে অতিরিক্ত ত্রাণ সামগ্রীর জন্য সুপারিশ করতে বাধ্য হতে হয় বলেছেন ২০% ইউএনও। এছাড়া ৩১.৪% ইউএনও জানিয়েছেন, ব্যয়ের যথার্থতা যাচাই না করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন মহল থেকে চাপ প্রয়োগ করা হয়, এবং ভুয়া ব্যয়ের বিল অনুমোদন দিতে বাধ্য করা হয় বলে উল্লেখ করেছেন ২৮.৬% ইউএনও। উপজেলা পরিষদের ক্রয় সংক্রান্ত কাজে অনিয়ম করার জন্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় বলেছেন ২৫.৭% ইউএনও। এখানে আরও উল্লেখ্য, ২৩.৫৪% ইউএনও বলেছেন কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে তারা সহকর্মীদের থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পান না।

৩.২ উপজেলা চেয়ারম্যানকে সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

উপজেলা চেয়ারম্যানকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী ইউএনও যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন, তার মধ্যে চেয়ারম্যানের কাছ থেকে যথাযথ সহযোগিতা না পাওয়া (৪০.৫%) অন্যতম। ৩১.৪% ইউএনও জানিয়েছেন উপজেলায় দুর্নীতিবিরোধী কাজের ক্ষেত্রে তারা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন। এছাড়া প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইউএনও (৩১.৪%) জানিয়েছেন তাদেরকে বিভিন্ন মহল

থেকে অনৈতিক কাজের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। উপজেলার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউএনওরা (৩১%) রাজনৈতিক প্রভাবের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। গবেষণায় আরও দেখা যায়, উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন জনসেবামূলক কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ২৫.৭% ইউএনও বাধার সম্মুখীন হন। এছাড়া উন্নয়ন কার্যাবলী তদারকিসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের সময় ৫.৭% ইউএনও যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। উল্লেখ্য, এসব দায়িত্ব ইউএনও পালন করেন চেয়ারম্যানের কার্যক্রমকে সহজতর করার জন্য।

৩.৩ সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের দপ্তরের সাথে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অনেক বেশি জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় বলে জানিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩১% ইউএনও। এছাড়া উপজেলার আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হলে যথাযথ সময়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে সহযোগিতা পান না বলেছেন ৩১% ইউএনও। এছাড়া বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে উপর মহলের (স্থানীয় সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, সচিব) প্রভাব মোকাবিলা করা ইউএনওদের (১১.৯%) কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে জেলা প্রশাসন থেকে যথাসময়ে সহযোগিতা পান না বলে মন্তব্য করেছেন ৭.১০% ইউএনও। একজন ইউএনও বলেছেন, "মাদকসেবীদের ধরার জন্য পুলিশ চেয়েছিলাম কিন্তু দেওয়া হয়নি। বলা হলো এখন যারা আছে সবাই ব্যস্ত। এরকম হলে কিভাবে সমন্বয় হবে?"

৩.৪ সরকারি নির্দেশ পালন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

৩.৪.১ দুর্যোগ মোকাবিলা

গবেষণায় দেখা যায় ৯৮% ইউএনও দুর্যোগ মোকাবিলায় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৪৮.৯% ইউএনও দুর্যোগ মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। এছাড়া ৩৫.৬% ইউএনওকে ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম করা সংক্রান্ত এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারী ১৭.৮% ইউএনও বলেছেন তারা দুর্যোগ মোকাবিলা করার সময় জনগণের সহযোগিতা পান না।

৩.৪.২ করোনা মোকাবিলায় চ্যালেঞ্জ

জরিপে দেখা যায়, ৯১% ইউএনও করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন, যাদের মধ্যে ৭৪.৩% জানিয়েছেন করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় বাজেট ছিলো না। ২৮.৬% ইউএনও বলেছেন লকডাউন সফল করতে তারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা পান নি। এছাড়া করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য পিপিই, মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজারের মতো সামাজিক সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণে দুর্নীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেন ২২.৯% ইউএনও। ২০% ইউএনও জানিয়েছেন তারা করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সহায়তা পান না। মেডিকেলের সুরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়ের দুর্নীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কথা জানিয়েছে ৫.৭% ইউএনও।

৩.৪.৩ দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৮৯.১% ইউএনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু গবেষণায় দেখা যায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করায় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন ৪৩.৫% ইউএনও। ৪৮.৫% ইউএনও জানিয়েছেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিলে স্থানীয় পর্যায় (প্রভাবশালী ব্যাক্তি, স্থানীয় রাজনীতিবিদ) থেকে চাপ প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া ৪৫.৫% ইউএনও বলেছেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দাঁড় করিয়ে উল্টো চাপ প্রয়োগ করা হয়। ১৮.২% ইউএনও আরও উল্লেখ করেছেন যে, দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তারা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে সহযোগিতা পান না। একইভাবে ৯.১% ইউএনও জানিয়েছেন তারা উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছ থেকে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে সহযোগিতা পান না। একজন ইউএনও বলেন, "সরকারি জলমহল ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে একজন দরদাতার কাগজপত্র সরকারি বিধি অনুযায়ী যথাযথ না থাকায় তাকে ইজারা দেওয়া হয়নি। তখন আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় মিথ্যা অভিযোগ করে চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করে।"

৩.৪.৪ দুর্নীতি প্রতিরোধে পদক্ষেপের ধরন

দুর্নীতির শিকার হলে অভিযোগ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন ৫৭.৮% ইউএনও। ৩৫.৬% ইউএনও জানিয়েছেন, উপজেলা প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য তারা প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। কারও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে শাস্তি প্রদান করা হয় বলে জানিয়েছেন ২৮.৯% ইউএনও। উপজেলায় দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করেন ২৮.৯% ইউএনও। এছাড়া উপজেলায় দুর্নীতির প্রবণতা কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য নৈতিকতা কমিটি গঠন এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন যথাক্রমে ২২.২% ও ৪.৫% নারী ইউএনও।

৩.৫ দায়িত্ব পালনে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করা ব্যাক্তিবর্গ

জরিপে দেখা যায় ৫৯.৫% ইউএনও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সাংবাদিকের দ্বারা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। এছাড়া কাজ সম্পাদনের সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন ৫০% ইউএনও। দায়িত্ব পালনের সময় স্থানীয় রাজনীতিবিদদের কারণে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে

বলেছেন ৪৭.৬% ইউএনও। উপজেলা পরিষদের অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তার দ্বারা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন ৪০.৫% ইউএনও। ইউএনও'রা জেলা প্রশাসক (৩৮.১%) ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (৪.৮%) দ্বারা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, কাজ বাস্তবায়নের সময় সাধারণ জনগণের থেকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন ২৮.৬% ইউএনও।

৩.৬ নারী ইউএনও'র দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপায়

জরিপে অংশ নেওয়া সকল নারী ইউএনও জানিয়েছেন, যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তারা নিজেরা চেষ্টা করেন। তবে কোনো ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে জেলা প্রশাসনের সহায়তা নেন ৮০% ইউএনও, এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা সহায়তা নেন যথাক্রমে ৩৩.৩% ও ২২.২% ইউএনও। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্থানীয় সংসদ সদস্যের সহায়তা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন ৩১.১% ইউএনও।

৩.৭ নারী ইউএনও'র সাথে দায়িত্ব পালন- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা

উপজেলা পরিষদে কর্মরত হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে উপজেলার সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে পালনের ক্ষেত্রে নারী ইউএনও'র দক্ষতা ও যোগ্যতা নিয়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত তথ্যদাতাদের মতে, নারী ইউএনও দ্রুত কাজের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, নারী হওয়ার কারণে সবসময়, সব স্থানে যেতে পারে না। নিরাপত্তাহীনতার চ্যালেঞ্জ পুরুষের তুলনায় নারীর তুলনামূলকভাবে বেশি বলে তথ্যদাতারা উল্লেখ করেন। তথ্যদাতারা আরও জানান যে, নারী ইউএনওরা কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে আগ্রহী কম এবং তারা জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় কম দক্ষ। একজন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নারী ও পুরুষ ইউএনও'র কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা তুলনামূলক বিশ্লেষণে উদাহরণস্বরূপ বলেছেন, কোথাও আগুন লাগলে একজন পুরুষ যত তাড়াতাড়ি আসতে পারে তত তাড়াতাড়ি একজন নারী ইউএনও আসতে পারে না। কোনো ধরনের 'পাবলিক বিক্ষোরণ' হলে নারীরা সেভাবে মোকাবিলা করতে পারে না। উপরের আলোচনার প্রতিফলন পাওয়া যায় একজন নারী ইউএনও'র কথা থেকে, তিনি বলেন, "আমরা এখনো কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হই। মেয়েরা কাজ করতে পারেন না, কথা বলতে পারেন না, নিজেকে উপস্থাপন করতে জানেনা, এখনো অনেকের মধ্যে এ ধারণা আছে। এর মধ্য দিয়েই আমরা কাজ করছি।"

তবে জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকরা কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ ইউএনওদের মধ্যে দক্ষতা ও যোগ্যতার কোনো পার্থক্য নেই বলেছেন। তবে নারীদের ক্ষেত্রে পারিবারিক দায়িত্ব পুরুষদের তুলনায় বেশি থাকে বলে তারা মনে করেন। এর বাইরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নারী ইউএনও নিয়ে কিছু ইতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। তারা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে কাজ সম্পাদন করে এবং কর্মস্থলে তখন লাল ফিতার দৌরাত্ম্য কম থাকে। এছাড়া কাজ সম্পাদনে তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায়।

৪. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

১. **নারী ইউএনওর নিরাপত্তা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা:** জেন্ডার চাহিদা বিবেচনায় রেখে মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন কাজের পরিদর্শন ও আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নের মতো বিশেষ পরিস্থিতিতে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের বিশেষ কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। পুলিশ প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ফোর্সের চাহিদা জানাতে হয়। সুতরাং পুলিশ প্রশাসন কোনো কারণে যদি ফোর্স দিতে না পারে তখন তাদের করার কিছু থাকে না। বাংলাদেশের কুসংস্কারচ্ছন্ন সামাজিক ধ্যান-ধারণা এবং শক্তিশালী আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অভাবের কারণে তুলনামূলকভাবে নারীরা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন হন।

২. **তথাকথিত জেন্ডার ধারণার প্রবণতা:** নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সহকর্মী, উপজেলার অন্যান্য কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধিদের মাঝে নারীদের নিয়ে নেতিবাচক জেন্ডার ধারণা বিদ্যমান। তারা মনে করে দুর্যোগ মোকাবিলা, জরুরি পরিস্থিতিতে কাজ করার মতো মাঠ পর্যায়ের কাজে নারীরা খুব দক্ষ নয়। এছাড়া তারা মনে করে নারীরা কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। এর দ্বারা বোঝা যায়, এদেশের পুরুষদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় এখনো পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব বিদ্যমান। ফলে তারা কাজের যে কোনো লিঙ্গ নেই, কাজ যে সবার জন্য এক তারা তা মনে করেন না। এ সমাজ সুস্থ, নিরাপদ, এবং জেন্ডারবান্ধব কর্মপরিবেশ না দেওয়ার ফলে নারীরা এখনো যথাযথভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারে না।

৩. **আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা না পাওয়া:** আগে বলা হয়েছে উপজেলা প্রশাসনের কাছে চাহিদার প্রেক্ষিতে পুলিশ ফোর্সের সহযোগিতা পাওয়ার কথা থাকলেও অনেক সময় তারা পায় না। ফলে অনেকসময় গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে যেতে চাইলেও যেতে পারেনা। কিন্তু এসব অভিযান স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া এদেশের পারিপার্শ্বিক ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে নারীদের জন্য এসব অভিযানে, যেমন- দুর্নীতি প্রতিরোধ অভিযান, সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান, মাদকবিরোধী অভিযান, লকডাউন বাস্তবায়ন, প্রভৃতি কাজে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে পর্যাপ্ত ও যথাসময়ে সহযোগিতা পাওয়া অত্যন্ত জরুরি হলেও তারা তা পান না।

৪. **কার্যক্রম পরিচালানায় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জঃ** কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউএনও'রা রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে পুরষতান্ত্রিক/ পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবের মুখোমুখি হন। ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ও বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের পরিকল্পনা ও সম্পাদনকালীন স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদদের থেকে অনিয়ম করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। এছাড়া ইউএন'রা দুর্নীতিবিরোধী কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন এবং অনেক সময় তাদেরকে অনৈতিক কাজ করতে চাপ প্রয়োগ করা হয়।

৫. **উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা না পাওয়াঃ** উপজেলা প্রশাসনের প্রধান হিসেবে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য উপজেলা পরিষদ থেকে সহযোগিতা না পাওয়ার ফলে অনেক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় না। বাংলাদেশের উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রাশাসনিক দপ্তরের মাঝে সমন্বয়হীনতা রয়েছে (আহসান, ২০১০)। এই সমন্বয়হীনতার চ্যালেঞ্জ ইউএনওদের মোকাবিলা করতে হয়। জরুরি প্রয়োজনের সময়, যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, বিভিন্ন সরকারি অফিসের মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জটিলতার সম্মুখীন হন। এছাড়া নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে উপজেলা পরিষদ থেকে যথাযথ সহযোগিতা পান না, যেহেতু উপজেলা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের সুবিধার বিষয় বিবেচনা না করে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেন।

৬. **দুর্নীতির বিরদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার চ্যালেঞ্জ ও ভূমিকাঃ** 'রূপকল্প ২০২১' এ দুর্নীতি দমনকে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। যেখানে স্থানীয় সরকারকে একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করে একটি স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (সেনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়, ২০১২)। কিন্তু ইউএনও'রা দুর্নীতির বিরদ্ধে পদক্ষেপ নিতে গিয়ে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন, যা বিস্তারিত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, ক্ষমতাধর রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি, যারা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বেশিরভাগক্ষেত্রে পুরুষ, তাদের পক্ষ থেকে চাপ প্রয়োগ করা হলে নারী হওয়ার জন্য মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে পড়ে। যার ফলে তাদের বিরদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দেওয়া হয়। মূলত বাংলাদেশে উপজেলা পরিষদে দুর্নীতি ও সমন্বয়হীনতার চ্যালেঞ্জ একটি সার্বিক সমস্যা।

৭. **সংবাদকর্মীদের থেকে চ্যালেঞ্জঃ** সংবাদমাধ্যম হচ্ছে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। সুতরাং ইউএনও যদি সংবাদকর্মীদের থেকে সহযোগিতার পরিবর্তে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন তাহলে তা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া ইউএনওরা সংবাদকর্মীদের থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে বিশেষকরে নারীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ইউএনও'র চরিত্রে কালিমা লেপন করা হলে বাংলাদেশের পারিপার্শ্বিকতার কারণে পুরুষদের থেকে নারীরা শুধুমাত্র লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে পরিবার ও সমাজ থেকে বেশি সমালোচনার মুখোমুখি হন।

৮. **নারী ইউএনওদের জরিপে অংশগ্রহণে অনাগ্রহঃ** গবেষণার অন্তর্ভুক্ত জরিপে ১৪৯ জনের মধ্যে অংশগ্রহণ করেছেন ৪৫ জন। এ থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, নারীরা হয়তো তাদের চ্যালেঞ্জের বিষয়টি বলতে অনাগ্রহী।

৫. সুপারিশ

উপরের বিশ্লেষণ থেকে ধারণা করা যায় নারী ইউএনও'রা স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। তাই নিম্নের সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারী ইউএনও আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন সাধিত হবে।

১. নারী ইউএনওদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব দূর করার জন্য উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা পরিষদের অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে নারীর প্রতি সংবেদনশীল আচরণের উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। এছাড়া সরকারি কর্মকর্তাদের এসিআর এ জেন্ডার সংবেদশীলতাকে একটি সূচক হিসেবে রাখা যেতে পারে।
২. উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সাচিবিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে ইউএনও এবং চেয়ারম্যানগণকে নিয়ে ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা, যার মূল লক্ষ্য হবে একে অন্যের প্রতিপক্ষ নয় বরং সহযোগী এটা অনুধাবন করানো।
৩. দুর্নীতি প্রতিরোধে নারী ইউএনও'র পদক্ষেপের জন্য জেলা পর্যায়ে তাকে সম্মানিত করা এবং পুরস্কারের ব্যাবস্থা রাখতে হবে।
৪. উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কোন নারী ইউএনও সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রের শিকার হলে তাকে আইনগত সহায়তা দেওয়া ও নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে।
৫. সংবাদমাধ্যমগুলো স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য সঠিক সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে ইউএনও'র কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করবে।
৬. মন্ত্রণালয়ের নীতিগত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদদের স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজে চাপ প্রয়োগ বন্ধ করার জন্য পরিপত্র জারি করতে হবে।

৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী ইউএনও'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর নারী ইউএনওদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. নারী ইউএনওকে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে তৎপর হতে হবে।